নতুন বই হাতে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা

বছরের প্রথমদিনই বই পেল সারাদেশের স্কুলের ছাত্রছাত্রী, পৃথিবীর কোন দেশ এত বই ছাপায় না -জাফর ইকবাল

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , বুধবার, ০২ জানুয়ারী ২০১৯

বছরের প্রথম দিনই নতুন বই হাতে পেল সারাদেশের স্কুলপর্যায়ের ছাত্রছাত্রী। নতুন বইয়ের ঘ্রাণে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। বিনামূল্যে ঝকঝকে চার রঙের পাঠ্যবই হাতে পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা শিশুরা। সপ্তাহব্যাপী চলবে ‘পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০১৯’। নতুন শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীরা হাতে পাচ্ছে নতুন বই। লাল-সবুজ কাপড়ে তৈরি মঞ্চ, রঙিন ব্যানার-ফেস্টুন, চারদিকে রঙিন বেলুন উড়িয়ে উৎসব-আমেজে নতুন শিক্ষাবর্ষকে স্বাগত জানালো শিক্ষার্থীরা।

ইতোমধ্যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এবার চার কোটি ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২ কপি বিনামূল্যের বই বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২৯৬ কোটি সাত লাখ ৮৯ হাজার ১৭২টি বই বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৫টি ভাষায় বই বিতরণ করা হবে। গত তিন বছর ধরে

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই বিতরণ করা হচ্ছে।

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল পৃথকভাবে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আয়োজন করে। এর মধ্যে রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই উৎসবের আয়োজন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। রাজধানী থেকে শুরু করে উৎসব চলছে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের স্কুলে স্কুলে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উৎসব নিজ মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ‘বছরের প্রথম দিনে সকল শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে আমরা ১ জানুয়ারি বই দিয়ে আসছি, এর কোন ব্যত্যয় হয়নি। বাংলাদেশ দুনিয়ার একমাত্র দেশ, যেখানে সকল বই বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। জগতে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের এমন উদাহরণ আর নেই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফল হয়েছে।’

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা এবং

আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাছিবুর রহমান

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশ গড়ার সম্ভাবনা নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে।’

তিনি বলেন, ‘নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের জ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতায় গড়ে তুলতে আমরা কাজ করছি। শিক্ষার গুণগতমানকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষক-অভিভাবকদেরও দায়িত্ব রয়েছে।’

উৎসবে শিক্ষামন্ত্রী আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী নুসরাত ইশা, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর সোলায়মান তানভীর রাজু, লালবাগ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মেহেদী হাসান অমিত, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের আবিদ হাসান সিদ্দিকী, হাজারীবাগ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের কারিগরি ভোকেশনাল বিভাগের নবম শ্রেণীর জান্নাতুল আফরিন, হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক জামেয়া ইসলামিয়ার ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ফাউজিয়া নওরিন বুশরার হাতে বই তুলে দেন। মিরপুর রূপনগরের বার্ডো স্কুল থেকে আসা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ওবায়দুল হকও মন্ত্রীর হাত থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্রেইল বই নেয়।

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উৎসব

গতকাল সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রাথমিকের শিশুদের নিয়ে উৎসবে সামিল হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। শারীরিক অসুস্থার কারণে অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত না থাকলেও ফোনে আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আকরাম-আল-হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ও কথাসাহিত্যিক ও প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আনিসুল হক।

এই অনুষ্ঠানে খুদে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয় নতুন শ্রেণীর নতুন বই। মাঠভর্তি শিশুরা নেচে গেয়ে মেতে ওঠে উৎসবে।

এমন সময় মাইক হাতে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। প্রশ্ন করলেন, ‘তোমরা কেমন আছ? শিশুদের সমস্বরে উত্তর, ‘ভালো আছি।’ জাফর ইকবাল বললেন, ‘আমি তো মাস্টার মানুষ, ছেলেমেয়েদের দেখলে আমি প্রশ্ন করি। তোমাদের একটা প্রশ্ন করব? বলো দেখি,

বাংলাদেশ কতগুলো বই সমস্ত ছেলেমেয়েদের দেবে?' উত্তর এল, ৩৩ কোটি। এরপর বলেন, এত বই পৃথিবীর কোনো দেশ ছাপায় না। কোনো দেশ ছাপাতে পারবেও না, শুধু বাংলাদেশ পারবে। এত কষ্ট করে এতগুলো বই কেন ছাপায়, বলো। তোমাদের জন্য। তোমরা বইটা পড়বে তো? সারা পৃথিবীর কোনো মানুষ এত নতুন বই পায় না। বাসায় গিয়ে আজকে রাতেই সবগুলো বই পড়ে ফেলবে, ঠিক আছে? শিশুদের উত্তর হ্যাঁ স্যার পড়ে ফেলবো।'

গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান শিশু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি সশরীরে উপস্থিত না থাকতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করছি। আশা করি, এই বই উৎসব সার্থক হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও বই উৎসব পালন করছি। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের মনোযোগ সারা পৃথিবীব্যাপী তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আশা করবো, আমাদের শিক্ষার্থীরা নতুন বই পেয়ে পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হবে এবং সরকারের আকাক্সক্ষা বাস্তবায়ন করে দেশকে স্বাবলম্বী করে তুলবে এবং উপযুক্ত মানুষে হিসেবে গড়ে উঠবে- তাদের কাছে এই প্রত্যাশা রাখি।'

কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক বলেন, 'তোমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে তোমরা নতুন বই পাও। আমরা কোনো দিন নতুন বই পাই নাই, সব সময় বড় ভাইদের পুরনো বই নিতাম। তোমাদের দেখে

আমার ঈর্ষা হচ্ছে। কিন্তু খুবই ভালো লাগছে যে বাংলাদেশ এত ভালো হয়েছে। আজ থেকে ১০, ২০ বছর পরে বাংলাদেশটা হবে একটা সোনার দেশ, সোনার বাংলা, যার স্বপ্ন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন।'

ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান খুদে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'আশা করি সবাই ভালো আছ। সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছ। তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ, তাই তোমাদের হাতে বই তুলে দেয়াটা সব থেকে বড় কাজ। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যার অক্লান্ত পরিশ্রমেই এটা সফল হয়েছে। আশা করি, তোমরা সবাই পড়াশোনায় মনোনিবেশ করবে, সাথে সাথে খেলাধুলাটাও করতে হবে। দুইটা জিনিসই একসাথে চালাতে হবে এবং সবগুলোতেই ভালো করতে হবে। আশা করি, তোমাদের এ বছরটা অনেক সুন্দর যাবে, ভালোভাবে যাবে।'

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ঢাকা মহানগরের রমনা, ধানমন্ডি, লালবাগ, কোতোয়ালিসহ বিভিন্ন এলাকার বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া হয়।